যুগান্তর

তারিখ ... 27 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

সচিব-চেয়ারম্যান দ্বন্দ্ব

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে অচলাবস্থা

রাজশাহী ব্যুরো

অনিয়ম, দুর্নীতি ও বোর্ড তহবিলের অর্থ অবাধে লুটপাট, চেয়ারম্যান-সচিবসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দলাদলির কারণে কয়েক মাস ধরে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে অস্থিরতা বিরাজ করছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ভাগ হয়ে এক গ্রুপ অপর গ্রুপের ওপর হামলা করছে। এসব ঘটনায় মামলাও হয়েছে। এদিকে, জাতীয় শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্যফ্রন্ট রাজশাহী জেলা শাখা বোর্ডের চেয়ারম্যানের অপসারণ দাবিতে কয়েক মাস ধরে আন্দোলন করে চলেছে। এসব কারণে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে অচলাবস্থা বিরাজ করছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি সিন্ডিকেট দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ম, দুর্নীতির মাধ্যমে বোর্ড তহবিলের বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। নতুন চেয়ারম্যান যোগদানের পর এসব দুর্নীতি অনিয়ম ধরতে তৎপর হওয়ায় এ সিন্ডিকেট তাকে সরাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রের অভিযোগ, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্যফ্রন্টের নেতারা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা বোর্ডের অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে আসছেন। অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সিন্ডিকেটও ঐক্যফ্রন্ট নেতাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বোর্ড চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। বোর্ডের সাধারণ কর্মচারীদের কয়েকজন জানান, বোর্ডে নতুন কোনো চেয়ারম্যান যোগ দিলেই বিভিন্ন ইস্যু সৃষ্টি করে সিন্ডিকেটের সদস্যরা সক্রিয় হয়ে উঠেন। কোনো চেয়ারম্যান তাদের অবৈধ হস্তক্ষেপ আর তৎপরতা বন্ধ করতে উদ্যোগ নিলেই তার বিরুদ্ধে শুরু হয় আন্দোলন। অতীতে কয়েকজন চেয়ারম্যানকে যোগদানের অল্প সময়ের মধ্যেই এভাবে চলে যেতে হয়েছে।

অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেটের হাতে দীর্ঘদিন ধরে জিম্মি হয়ে আছে **অচলাবস্থা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১**

অচলাবস্থা : শিক্ষা বোর্ডে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের সব কর্মকাণ্ড। এ সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য এতটাই বেশি যে বোর্ডে প্রেষণে আসা চেয়ারম্যান-সচিব থেকে শুরু করে অন্য কর্মকর্তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না। নতুন চেয়ারম্যান বা সচিব যোগ দিলেই কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের কব্জা করে ফেলে এ সিন্ডিকেট চক্র। আর এভাবেই তারা মিলেমিশে বোর্ড তহবিলের বিপুল অর্থ লুটপাট ছাড়াও অবাধে দুর্নীতি-অনিয়ম চালিয়ে যান।

জানা যায়, গত বছর জুলাই থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অতিরিক্ত বকেয়া পারিশ্রমিক বাবদ তিনটি ভুয়া খাত দেখিয়ে প্রথম দফায় ৪৪ লাখ, দ্বিতীয় দফায় ২৯ লাখ ও তৃতীয় দফায় ১৩ লাখ টাকাসহ মোট ৮৬ লাখ টাকা উত্তোলন করে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করেন সাবেক চেয়ারম্যান ও কর্মচারী ইউনিয়নের তিন নেতা। ফেব্রুয়ারিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অডিট টিমকে ম্যানেজ করতে বোর্ডের গ্রেটার রোড সোনালী ব্যাংক শাখার হিসাব থেকে ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা তোলা হয়। এ টাকা ঘুষ দিতে তোলা হলেও ভুয়া খাত দেখানো হয়। এরই মধ্যে শিক্ষকদের নামে ভুয়া বিল করে কর্মচারী ইউনিয়নের কতিপয় নেতার যোগসাজশে বোর্ড তহবিল থেকে বিপুল অংকের টাকা টাকা তুলে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেন। এছাড়া শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ১৭ শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতা বাবদ ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা বোর্ড তহবিল থেকে পরিশোধ করা হয়েছে যার অডিট আপত্তি রয়েছে। যোগদানের পরপরই বর্তমান চেয়ারম্যান অতিরিক্ত এ ১৭ জনের বেতন-ভাতা আটকে দিলে তার বিরুদ্ধে কর্মচারীদের একাংশও আন্দোলনে নামে।

চেয়ারম্যানবিরোধী শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ঐক্যফ্রন্টের আন্দোলনে মদদ দিচ্ছেন বোর্ডের সচিব আবুল কালাম আজাদ। আর এ কারণেই ১৩ জুলাই কর্মচারীদের একটি অংশ সচিবকে অফিসকক্ষে আটকে রেখে মারধর করেন। সচিবের পাশাপাশি বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি শেখ কামাল হোসেনকেও একই সময়ে মারপিট করা হয়। সচিব ও শেখ কামালসহ কয়েকজনকে মারধরের অভিযোগে ১৫ জুলাই রাতে উপ-কলেজ পরিদর্শক নুরুজ্জামান মুক্তা, কর্মচারী মাহবুব হোসেন ও আফতাব হোসেনকে আসামি করে রাজপাড়া থানায় মামলা করেন সচিব নিজে। এর পরদিন ১৬ জুলাই সচিবের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। সচিবের অভিযোগ, চেয়ারম্যানের পক্ষে কর্মচারীরা তার ওপর হামলা করেছেন। যদিও চেয়ারম্যান সচিবের এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

এদিকে শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্যফ্রন্টের রাজশাহী জেলা শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান বাদশা শিক্ষা বোর্ড কর্মচারী ইউনিয়নের সহসভাপতি আফতাব হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলীর বিরুদ্ধে ২২ জুলাই আদালতে একটি মামলা করেন।

২০ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন অধ্যাপক আবুল হায়াত। যোগদানের পর থেকেই তার বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ তুলে লাগাতার আন্দোলন শুরু করেন শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্যফ্রন্ট। এ ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আবুল হায়াতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি পাল্টা প্রশ্ন রেখে বলেন, আপনারাই বলেন— আমি যোগদান করেই কীভাবে দুর্নীতি-অনিয়ম করে ফেললাম। বরং আমি যোগদান করে শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন কাজে শৃংখলা ফেরানো ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতের উদ্যোগ নিয়েছি। আর এতেই আমার বিরুদ্ধে কেউ কেউ অভিযোগ তুলে আন্দোলন শুরু করেছে।

এ অভিযোগ অস্বীকার করে শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্যফ্রন্টের রাজশাহী জেলা শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান বাদশা বলেন, বর্তমান চেয়ারম্যান রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে যোগ দিয়েই দুর্নীতি ও অনিয়মে জড়িয়ে পড়েন। বিধিমালার বাইরে নতুন কর্মকর্তা নিয়োগ দেন। বদলি-পদোন্নতি বাণিজ্য শুরু করেন। বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টি করেন। তাই বোর্ডকে রক্ষায় ঐক্যফ্রন্ট আন্দোলন করছে।